ISSN 2320-3447 ITIKOTHA
Vol. V, No. 2, July 2017 AD

ইতিকথা

ইতিহাস বিষয়ক গবেষণাধর্মী আন্তর্বিদ্যাশৃঙ্খলামূলক
বিশেষজ্ঞ শংসায়িত বাংলা ষাণ্মাসিক জার্নাল

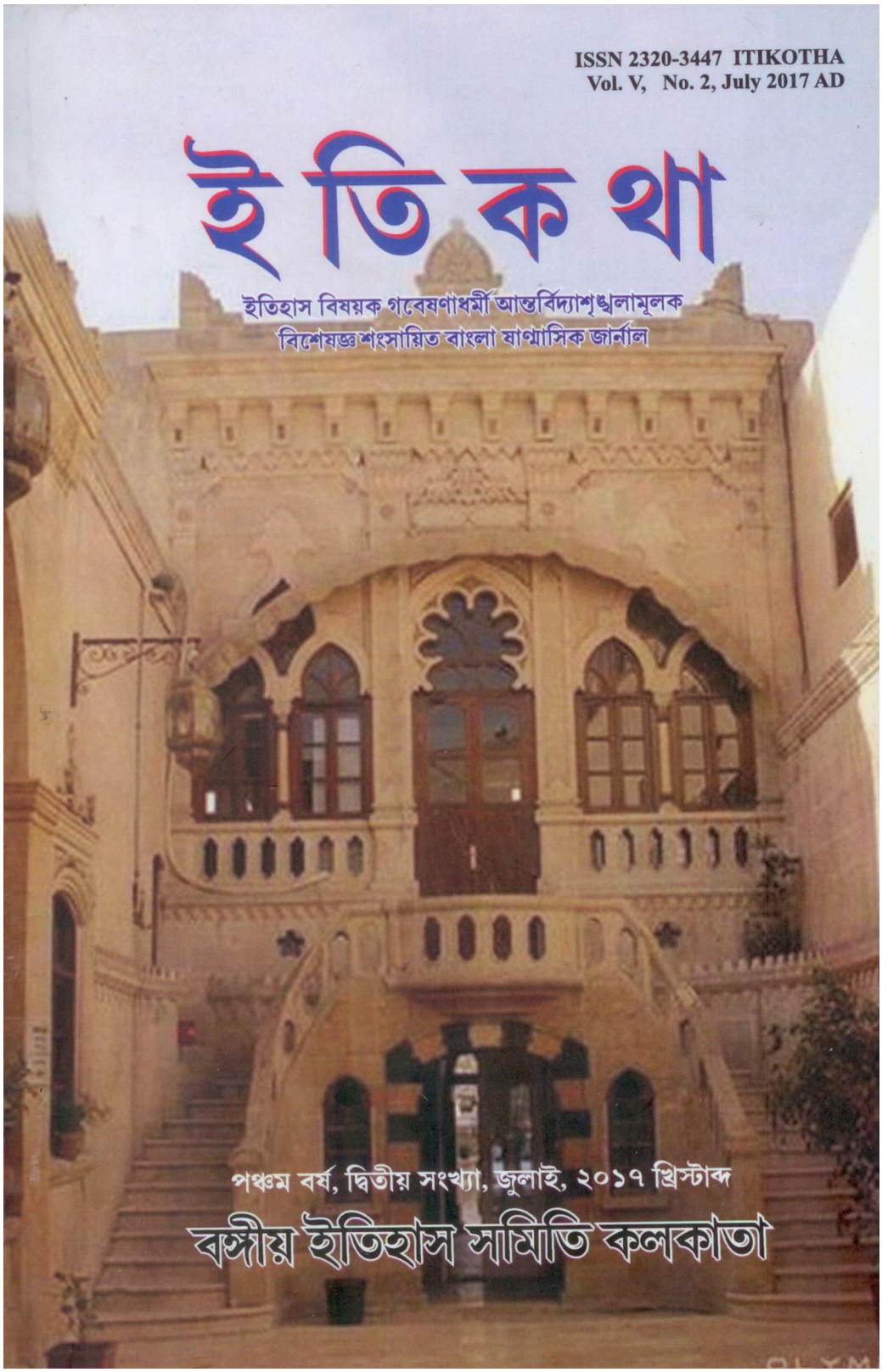

পঞ্চম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, জুলাই, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

বঙ্গীয় ইতিহাস সমিতি কলকাতা

ISSN 2320-3447 ITIKOTHA
Vol. V, No. 2, July 2017 AD

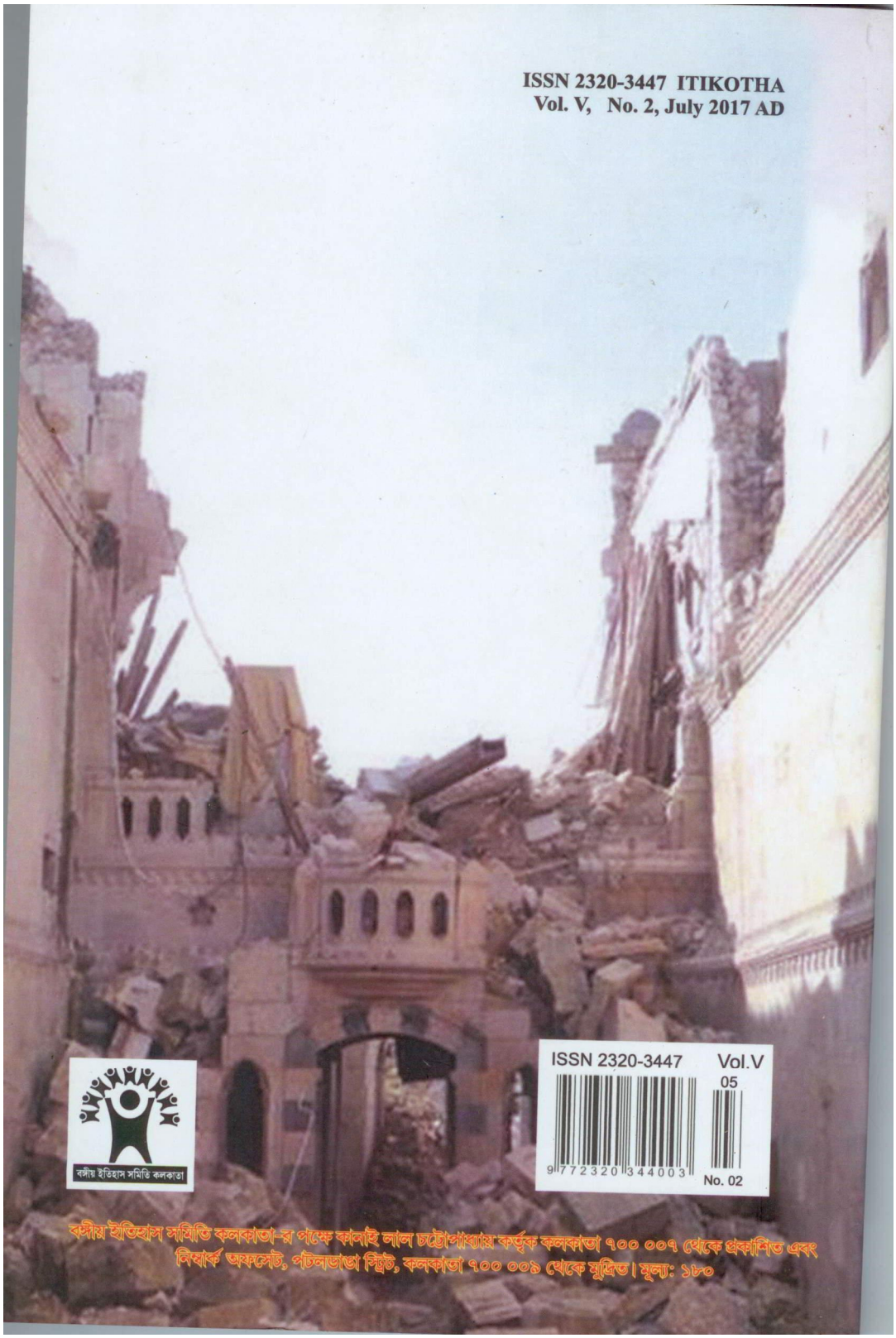

ISSN 2320-3447 Vol.V
05
No. 02

বঙ্গীয় ইতিহাস সমিতি কলকাতা-র পক্ষে কানাই লাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক কলকাতা ৭০০ ০০৭ থেকে প্রকাশিত এবং
নিষার্ক অফসেট, পটলডাঙা স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত। মূল্য: ১৮০

ই তি ক থা

ইতিহাস বিষয়ক গবেষণাধর্মী আন্তর্বিদ্যাশৃঙ্খলামূলক বিশেষজ্ঞ শংসায়িত বাংলা যাণ্মাসিক জার্নাল

ISSN 2320-3447 *Itikotha* (Print)
Vol. V, No. 2, July 2017 AD

সম্পাদকীয় ৯

বিশেষ প্রবন্ধ

বর্তমান অতীতকে গঠন করে ১১
হরবনস্ মুখিয়া

দ্বিশতবর্ষে দেবেন্দ্রনাথ ১৯
সৌমিত্র শ্রীমানী

আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য': ৩২
সনৎকুমার নস্কর

প্রবন্ধ

নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিন্‌হার ইতিহাসচর্চার বিবর্তনের ধারা ৫৬
অক্রূর সরদার

নবাব সিরাজ-উদ্‌দৌলা (১৭৩৩-১৭৫৭) ৭৫
সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী

আদি ঔপনিবেশিক কলকাতার বাজার: ১০৮
শ্রীময়ী গুহ ঠাকুরতা (বসু)

কলকাতার নগরায়ণ ও তার মিষ্টান্ন শিল্প ১২৭
অরুণিমা রায়চৌধুরী

সুন্দরবনের জমিদার ১৭৫
স্বপনকুমার মণ্ডল

গ্রন্থ সমালোচনা

কলকাতার কাল, আজ ও পরশু ২১০
নিরঞ্জন গোস্বামী

কেরালা থেকে ভারত: নতুন ভাবনায় ২১৯
সুচন্দ্রা ঘোষ

সম্পাদকীয়

ইতিকথা পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করল। ইতিপূর্বে মোট নয়টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল, বর্তমানে দশম সংখ্যাটি আমরা পাঠকদের হাতে তুলে দিচ্ছি। সমাজবিদ্যা ও সাহিত্যের বিভিন্ন শাখাতে বিশেষভাবে চর্চা করার উদ্দেশ্যেই এই পত্রিকার জন্ম হয়েছিল; ফলত তার পাঠককুলও যথেষ্ট পরিশীলিত। সমাজবিদ্যার ইতিহাস শাখাকে প্রাধান্য দেওয়ার কারণে আমরা ইতিহাসের বিভিন্ন বিষয়কে নানাভাবে চর্চা করতে পেরেছি। কিন্তু সেই ইতিহাস কেমন? সকলেই একমত হবেন যে, ইতিহাস কী ও তাকে কীভাবে পড়া হবে— এ নিয়ে যুগে-যুগে মানুষে-মানুষে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। ইতিহাস কি আদৌ জরুরি এক বিষয়? এ নিয়েও হাজারো প্রশ্ন উঠেছে। সাম্প্রতিকালেও সেই সব প্রশ্নের হাত থেকে আমরা মুক্তি পাচ্ছি না। সে কারণে ইতিহাসচর্চা করতে গেলে যেমন সাবধানতার অবলম্বন করতে হয় তেমনি হতে হয় সংবেদনশীল। এ প্রসঙ্গে আমাদের ভাবিয়েছেন অধ্যাপক হরবনস্ মুখিয়া তাঁর একটি প্রবন্ধে যা এই সংখ্যায় ছাপা হয়েছে।

২০১৭ খ্রিস্টাব্দে আমরা একযোগে পালন করছি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিশতবর্ষ এবং অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেনের সার্ধশতবর্ষ। বাংলা ও বাঙালির জীবনে এই দুজন পুরুষের অবশ্যই কিছু ভূমিকা আছে যা আমরা বিস্মৃত হতে পারি না। এখানেও সেই ইতিহাসের সংকট। কোন্ বিষয় বা ব্যক্তিকে আমরা কতখানি প্রাধান্য দেব। আমরা কিন্তু বর্তমান সংখ্যায় ওই দুই মনীষীকে স্মরণ করেছি। উনিশ শতক থেকে শুরু করে বিংশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত সময়কালে বাঙালির যে বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটেছিল তার পশ্চাতে বহু ব্যক্তির যোগদান ছিল। এমনই দুই ব্যক্তিকে আমরা আমাদের শ্রদ্ধা জানাতে পেরে কিছুটা ইতিহাসের দায়পূরণে সচেষ্ট হয়েছি।

ইতিহাসের দায়পূরণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা নেহাতই কম নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগকে একদা বিশেষরকমে সমৃদ্ধ করেছিলেন পৃথিবীখ্যাত কয়েকজন অধ্যাপক ও ঐতিহাসিক। এমনই এক ব্যক্তি ছিলেন অধ্যাপক নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিন্‌হা, যিনি দীর্ঘকাল শুধুমাত্র পঠনপাঠনের সঙ্গেই নয়, জড়িত ছিলেন ইতিহাসের এক বিশেষ ধারাকে গঠন করে পরিপুষ্ট করে তুলতে। সেই ধারাটি হল অর্থনৈতিক ইতিহাস যা মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে যেমন জড়িত তেমনি জড়িত একটি দেশের ও একটি জাতির জীবনের সঙ্গে। তাঁর দীর্ঘ জীবনে তিনি যে গবেষণার ভাণ্ডার প্রস্তুত করেছিলেন তার ব্যাপ্তিও কম নয়। রাজনৈতিক ইতিহাসচর্চা দিয়ে শুরু করে তা ব্যাপ্ত হয়েছিল অর্থনীতিতে। এই বিশাল প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা আমাদের অবশ্যই কিছু চিন্তা করতে প্ররোচিত করবে।

ই তি ক থা

ইতিহাস বিষয়ক গবেষণাধর্মী আন্তর্বিদ্যাশৃঙ্খলামূলক বিশেষজ্ঞ শংসায়িত বাংলা ষাণ্মাসিক জার্নাল

ISSN 2320-3447 *Itikotha* (Print)
Vol. V, No. 2, July 2017 AD

সম্পাদকীয় ৯

বিশেষ প্রবন্ধ

বর্তমান অতীতকে গঠন করে ১১
হরবনস্ মুখিয়া

দ্বিশতবর্ষে দেবেন্দ্রনাথ ১৯
সৌমিত্র শ্রীমানী

আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য': ৩২
সনৎকুমার নস্কর

প্রবন্ধ

নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিন্‌হার ইতিহাসচর্চার বিবর্তনের ধারা ৫৬
অক্রূর সরদার

নবাব সিরাজ-উদ্‌দৌলা (১৭৩৩-১৭৫৭) ৭৫
সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী

আদি ঔপনিবেশিক কলকাতার বাজার: ১০৮
শ্রীময়ী গুহ ঠাকুরতা (বসু)

কলকাতার নগরায়ণ ও তার মিষ্টান্ন শিল্প ১২৭
অরুণিমা রায়চৌধুরী

সুন্দরবনের জমিদার ১৭৫
স্বপনকুমার মণ্ডল

গ্রন্থ সমালোচনা

কলকাতার কাল, আজ ও পরশু ২১০
নিরঞ্জন গোস্বামী

কেরালা থেকে ভারত: নতুন ভাবনায় ২১৯
সুচন্দ্রা ঘোষ

ইতিকথা, বর্ষ ৫, সংখ্যা ২, জুলাই ২০১৭ খ্রি. (ISSN 2320-3447 *Itikotha*) পৃ. ১১-১৮
www.bangiyaitihas.in

বিশেষ প্রবন্ধ

বর্তমান অতীতকে গঠন করে

হরবনস্ মুখিয়া*

(প্রাপ্ত ও গৃহীত: ১০ জানুয়ারি, ২০১৭ খ্রি.)

শুরুতেই আমরা দীর্ঘকালের লালিত ধারণাকে পরিবর্তন করে ১৯৩০-এর দশকে ইতালীয় সমাজতত্ত্ববিদ, বেনেদেট্টো ক্রোসের (Benedetto Croce) বিখ্যাত উক্তিটি স্মরণ করতে পারি। তিনি বলেছিলেন, 'ইতিহাস মানেই হচ্ছে সমকালীন ইতিহাস'। অর্থাৎ যে-কোনো স্থানের যে-কোনো ঐতিহাসিক বিষয় বা যে-কোনো কালপর্বের ইতিহাসকে চর্চা করি না কেন, সেসবই আমাদের সমকালের—একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। এভাবেই আমাদের চারপাশের অবস্থা ও তাদের প্রেক্ষাপটের দ্বারাই ইতিহাসের সমস্যাসমূহকে জ্ঞাতসারে হোক বা অজ্ঞাতসারে, আমরা পর্যবেক্ষণ করি। তাই যে মুহূর্তে আমরা অতীত নিয়ে গবেষণা করতে শুরু করি সেই মুহূর্তে তা আমাদের পারিপার্শ্বিক বিষয়াবলি—তা সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বৌদ্ধিক বা অন্য যে-কোনো বিষয় হোক না কেন, তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়।

মনে হয় এ বিষয়ে কোনো সংশয় নেই যে বিগত আড়াইশো বছর ধরে আগস্ট কোঁৎ কৃত প্রত্যক্ষবাদ এবং সেই দর্শন হতে জাত মার্কসবাদ যাবতীয় বৌদ্ধিক ক্রিয়াকাণ্ডকে কার্যত চালনা করে এসেছে। দুটিই প্রধানত বস্তুতান্ত্রিক দর্শন হতে নিঃসৃত এবং দুটি দর্শনই সমাজ তথা ইতিহাসকে বস্তুবাদীর বিচারে সৃষ্ট সত্যকে প্রমাণ করতে চায়। কিন্তু সেইসত্যর পুরোটা আমরা আজও উপলব্ধি করে উঠতে পারিনি তবে বিশ্বাস করি যে, এই দর্শনজাত বিশ্লেষণ হতে কোনো এক সময়ে আমরা সেই সত্যকে বুঝতে পারব। এভাবেই সেই বস্তুতন্ত্র বা সত্যকে প্রমাণ করা সম্ভব হবে। সেই সত্য অমোঘ, অবিচ্ছেদ্য এবং বিশ্বজনীন।

---

* প্রফেসর (অব.) জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়, নতুন দিল্লি।
e-mail : hmukhia@gmail.com

ইতিকথা, বর্ষ ৫, সংখ্যা ২, জুলাই ২০১৭ খ্রি. (ISSN 2320-3447 *Itikotha*) পৃ. ১৯-৩১
www.bangiyaitihas.in

বিশেষ প্রবন্ধ

দ্বিশতবর্ষে দেবেন্দ্রনাথ

সৌমিত্র শ্রীমানী*

(প্রাপ্ত ও গৃহীত: ১৮ মে, ২০১৭ খ্রি.)

ঊনবিংশ শতকের শহর কলকাতার জীবন ছিল বিপুলভাবে ঘটনাবহুল ও রংদার। একটি পরাধীন জাতির এক খণ্ডাংশ সময়ের ঘড়িকে কার্যত বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে কীভাবে দ্রুত উত্তরণের পথে যাত্রা করতে সক্ষম—তা কলকাতায় বাঙালিরা প্রমাণ করে দেয়। শুধুমাত্র অর্থ-বিত্ত, বহুল ধারায় জীবিকার প্রসার ইত্যাদিই নয়, মানসিকতায়, সহনশীলতায় এবং প্রয়োজনে বিদ্রোহে এই জাতি তখন উন্নতির এক চরম শিখরে পৌঁছানোর তাগিদ যেন অনুভব করছিল। এসব ঘটল কী প্রকারে? ঊনবিংশ শতকের পূর্বের প্রায় সাতশো কি আটশো বছর বাঙালির ইতিহাসকে খুঁজে বের করা বেশ কঠিন কাজ। সুলতানি ও তৎপরবর্তী মুঘল রাজত্বে বাংলার শিল্পবাণিজ্যের যে কাহিনি পাই সেখানে বাঙালির ভূমিকা কতখানি ছিল, সে বিষয়টি তর্কের ঊর্ধ্বে নয়। অর্থাৎ জাতি হিসেবে এই সম্প্রদায় নিজেকে কতটা উন্নীত করতে পেরেছিল—এসব নিয়ে হরেক আলোচনার অবকাশ আছে।

ঊনবিংশ শতকের প্রথম দুই দশকেই কিন্তু পরিবর্তনের এক অমোঘ বার্তা শোনা যাচ্ছিল। বলাই বাহুল্য সেই বার্তার প্রথম পরিবেশক ছিলেন রামমোহন রায়। ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে শহরে আত্মীয় সভার স্থাপনা করে তিনি ও তাঁর সহযোগীরা একযোগে অনেকগুলি কাজ শুরু করেন। **প্রথমত,** সম্মিলিতভাবে আলোচনার পরিসর প্রস্তুত করা; **দ্বিতীয়ত,** ধর্ম ও তৎপ্রসূত নানা ব্যবস্থা নিয়ে নতুন পথে আলোচনা করা; **তৃতীয়ত,** ধর্মালোচনা শুধুমাত্র স্বধর্মেই আবদ্ধ না রেখে অন্যান্য ধর্মের সঙ্গে

* অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর (অব.), পি. এন. দাস কলেজ।
e-mail : sreemani.soumitra@gmail.com

ইতিকথা, বর্ষ ৫, সংখ্যা ২, জুলাই ২০১৭ খ্রি. (ISSN 2320-3447 *Itikotha*) পৃ. ৩২-৫৫
www.bangiyaitihas.in

বিশেষ প্রবন্ধ

আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য': ইতিহাসতত্ত্বের আলোকে সিদ্ধি ও সীমাবদ্ধতা

সনৎকুমার নস্কর*

(প্রাপ্ত ও গৃহীত: ২৬ মে, ২০১৭ খ্রি.)

আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন। নামটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখাবয়বের পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক বঙ্গবিদ্যাচর্চার আদিযুগের ইতিহাস মনের পর্দায় ভেসে ওঠে। বাংলা সাহিত্যকে বিদ্যায়তনের খাঁচা ও ধাঁচায় বন্দি করে রীতিমতো একটি গবেষণাধর্মী নিত্যনৈমিত্তিক চর্চার অঙ্গে পরিণত করে তোলা—এই ছিল তাঁর অন্যতম কীর্তি। যে কীর্তির উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করছে আজও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ ছুঁই-ছুঁই 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' নামক বিভাগটি। এই বিভাগটি গড়ে ওঠবার পেছনে তাঁর নামের সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িয়ে ছিল আর-একটি নামও—তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন শ্রুতকীর্তি উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। বিভাগসৃষ্টির আগে-পরের তথ্যসমৃদ্ধ অকাট্য বিবরণ পাওয়া যায় দীনেশচন্দ্রেরই লেখা 'আশুতোষ স্মৃতিকথা'-য়।[১] একই সঙ্গে সে লেখা থেকে চিনে নেওয়া যায় বঙ্গবিদ্যার প্রতি সমর্পিতপ্রাণ সাহিত্যভাবুক দীনেশচন্দ্র সেনকে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি প্রীতিই তাঁকে উনিশ শতকে আবির্ভূত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসনে বসিয়েছে। দেড়শোতে পা রাখা সেই নব পথিকৃৎতুল্য সাহিত্য-ঐতিহাসিকের প্রতি বর্তমান কলমচির এ এক দীন প্রণাম।

দীনেশচন্দ্র সেনের জন্ম হয়েছিল ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দের ৩ নভেম্বর তৎকালীন পূর্ববঙ্গে, ঢাকা জেলার অধীন বগ্‌জুড়ি গ্রামে তাঁর মাতুলালয়ে। তাঁর পিতৃনিবাস ছিল

* প্রফেসর, বিভাগীয় প্রধান, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
e-mail : sknbeng.cu@gmail.com